যায়যায়দিন

তারিখ 31 AUG 2012
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

বগুড়ায় সরকারি স্কুল বিক্রি

স্টাফ রিপোর্টার বগুড়া

বগুড়ার সারিয়াকান্দিতে রাতের আঁধারে একটি সরকারি স্কুল বিক্রি হয়ে গেছে। ১৬ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মিত চর চন্দনবাইশা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি নদী ভাঙনের কবলে পড়ার আশঙ্কায় মাত্র ৩৮ হাজার টাকায় তা বিক্রি করে দিয়েছেন সারিয়াকান্দি উপজেলা নির্বাহী অফিসার। আর এটি কিনে নিয়েছেন হাবিবুর রহমান নামে স্থানীয় এক লোক। কোমলমতি শিক্ষার্থীরা বৃহস্পতিবার স্কুলে গিয়ে দেখে, তাদের স্বপ্নের স্কুলটি ভেঙে নিয়ে যাচ্ছে কিছু লোকজন।

চর চন্দনবাইশা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

২০০০ সালে নির্মিত বিদ্যালয়টির পাকা ভবন, চেয়ার-টেবিল, শিক্ষার্থীদের বসার বেঞ্চসহ সব আসবাবপত্র মাত্র ৩৮ হাজার টাকায় কেনার পর সেগুলো তিনি রাতারাতি সরিয়ে নিয়েছেন। শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া বন্ধ করে দিয়ে গতকাল সেই বিদ্যালয় ভবনটি ভেঙে ইট, রড সবকিছু নিয়ে যান তিনি। এতে ওই এলাকার কয়েকশ কোমলমতি শিক্ষার্থীর লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেছে। রাতারাতি স্কুল বিক্রি হয়ে যাওয়ায় অভিভাবকরাও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন।

এ বিষয়ে সারিয়াকান্দি উপজেলা নির্বাহী অফিসার জিল্লুর রহমান খান বলেন, যমুনার ভাঙনে স্কুলটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে

স্কুল : পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

স্কুল : বগুড়ায়

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

এমন আশঙ্কার কারণেই সেটি বিক্রি করা হয়েছে। ১৬ লাখ টাকায় নির্মিত হলেও কেনার জন্য উন্মুক্ত ডাকে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সর্বোচ্চ দরদাতাকে ৩৮ হাজার টাকায় সব আসবাবপত্রসহ স্কুলটি বিক্রি করে দেয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে স্থানীয় সাংবাদিকরা অভিযোগ করেন, বুধবার উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্কুলটি বিক্রির জন্য উন্মুক্ত ডাক ঘোষণা করেন। বিকাল ৩টায় তার অফিসে ডাক অনুষ্ঠিত হবার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তা স্থগিত করেন। এরপর তিনি ঘোষণা করেন বৃহস্পতিবার আবার ডাক অনুষ্ঠিত হবে। এ ঘোষণার পর পরদিন সকালে দেখা যায় ক্রেতা এসে স্কুলটির সব আসবাবপত্র নিয়ে যাচ্ছেন। পরে স্কুল ভবনও ভাঙা শুরু হয়। তখন উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানান গতকাল রাতেই ডাক সম্পন্ন হয়েছে।

স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা মামুনুর রশিদ জানান, টাকা বড় কথা নয়, স্কুলটি বিক্রি করা গেছে এটাই বড় কথা।

ওই স্কুলের শিক্ষকরা জানান, স্কুল বিক্রির কথা শুনেছিলেন। এভাবে রাতারাতি বিক্রি হয়ে যাবে তা ভাবতেও পারেননি।

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অভিভাবকরা রাতারাতি স্কুল বিক্রির ঘটনায় বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন, শিক্ষার অধিকার থেকেও আমাদের সন্তানরা বঞ্চিত হলো। বিক্রি হওয়া ওই স্কুলটির শিক্ষার্থীরা আবার কবে কোথায় লেখাপড়া শুরু করবে তার জবাব নেই কারো কাছে।